"তাই নাকি !"

আমরা যথাসম্ভব দ্রুতবেগে অকুস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কেহ কোথাও নাই, চতুর্দিক নিস্তব্ধ। ইন্দুমতী আর ফেরে নাই।

মন্মথ

॥ এক ॥

কয়েকটি ট্যাবলেট বিলটুর হাতে দিয়ে বললাম, "দুটো করে ট্যাবলেট তিন ঘণ্টা অন্তর খাবে। কাল এসে একবার খবর দিও। যদি দরকার হয় অন্য ওষুধ দেব। এতেই ভাল হয়ে যাবে আশা করি—"

"কি খাব ডাক্তারবাবু—"

"আজ শুধু জল খেয়ে থাক—"

"শুধু জল ?"

"শুধু জল না পার পাতলা করে বার্লি খেও।"

বিলটু মুখ বেঁকিয়ে বলল, "বার্লি ? বার্লি একেবারেই সয় না আমার। খেলেই বমি হয়ে যাবে—"

"পেটের অসুখ করেছে, উপোস দেওয়াই তো ভাল—"

"উপোস দিতে পারি না যে।"

"তাহলে মাকে বোলো গরম ফ্যান একটু নুন আর লেবুর রস দিয়ে—"

"ফ্যান তো গরুতে খায়, আমি কি গরু—"

"গরু ভাতও খায়, তরকারিও খায়। তুমি ভাত তরকারি খাও না ?" বিলটু মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"মাছের ঝোল চলবে ?"

"চলবে, যদি তোমার মা মশলা না দিয়ে করে দেন। ঝুটু খেতে পার—"

"রসগোল্লা ?"

"না।"

"রসটা নিংড়ে ফেলে যদি ছানাটা খাই ?"

"না—"

বিলটু অপ্রতিভ মুখে বসে রইল। বিলটুর বয়স বারোর কাছাকাছি। আমাদের পাড়াতেই থাকে। কিছুদিন আগে পিতৃহীন হয়েছে। আমরা সবাই তাই গার্জেন হয়ে উঠেছি ওর। অসঙ্কোচে ফাই ফরমাস করি, অসঙ্কোচে শাসন করি, অসঙ্কোচে উপদেশ দি। বিলটু আপত্তি করে না। সকলেরই ফরমাস খাটে, ভান করে যেন সকলেরই উপদেশ শুনছে। আমার নাতিকে যে প্রাইভেট টিউটারটি পড়ান তার কাছে বিলটুও এসে বসে মাঝে মাঝে, হাতের লেখা লেখে, অঙ্ক কষে। ওর মা আশা করে আছে আমি আগামী বছর ওকে স্কুলেও ভরতি করে দেব। আমার কাছেই বিলটু একটু আধটু আবদারও করে। কয়েকদিন আগেই তাকে ঘুড়ি লাটাই কিনে দিয়েছি।

বিলটু নাকি সুরে বললে—"কি খাব তাহলে বলুন না—"

"বললাম তো, ঝুটু খাও গে।"

"মা অত হাঙ্গামা করতে রাজি হবে না।"

"বেশ, আমাদের বাড়িতে এস, আমি ব্যবস্থা করব।"

বিলটু হয়তো আরও কিছু বলত। কিন্তু দ্বারের দিকে চেয়ে চট করে উঠে পড়ল সে। প্রবেশ করলেন পুরুষোত্তমবাবু। মনুষ্যরূপী মহিষ একটি। শুধু মহিষও নয়, মহিষ এবং শজারুর সমন্বয়। মাথায় একজোড়া শিং সর্বদা উদ্যত হয়ে থাকে ভদ্রলোকের, সর্বাঙ্গে নানারকম কাঁটাও। মনে মনে তিনি বাস করেন পবিত্র অতীত যুগে—যে যুগে সবই ভালো ছিল—চাল ডাল দুধ ঘি সস্তা ছিল, নারীদের সতীত্ব ছিল, পুরুষদের ধর্মজ্ঞান ছিল, ঠিক সময়ে বৃষ্টি হত, ছেলেমেয়েদের ঠিক সময়ে বিয়ে হত, সন্তান হত। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি ফের সশরীরে তাঁকে বর্তমান যুগে সজ্ঞানে বাস করতে হচ্ছে !

ঘরে ঢুকে আমার সামনে এক বাণ্ডিল চিঠি ফেলে দিয়ে বললেন—"এই নিন। ফনতির বাক্স থেকে পেয়েছি। এর যদি ব্যবস্থা একটা না করেন আই শ্যাল শুট হিম।"

পুরুষোত্তমবাবুর বন্দুক ছিল না, কিন্তু কথায় কথায় তিনি সকলকে 'শুট' করতে চাইতেন। চিঠিগুলি খুলে খুলে দেখলাম। গোলাপী রঙের শৌখীন কাগজ। কাগজে এসেন্সের গন্ধ ভুর ভুর করছে। ভাষা আরও রঙিন আরও সুরভিত। সামান্য একটু উদ্ধৃত করছি—"নিদ্‌মহলের আলোছায়ায় রজনীগন্ধার আবেশের মতো যে স্বপ্ন আমাকে উতলা করে তোলে তা কি তুমি জানো না ? মর্মের মর্মর-শয্যায় যে রাজকন্যা শতদলের পাপড়ির উপর ঘুমিয়ে আছে তার ঘুম ভাঙাবার সোনার কাঠি কোথায় পাব। প্রাণের ফল্গু, তুমিই বলে দাও কোথায় পাব···।"

এই ধরনের উচ্ছ্বাস পাতার পর পাতা।

লম্বা সুঁটকো গালের-হাড়-উঁচু মন্মথর মুখটা ভেসে উঠল মনে। বিবাহিত, চার পাঁচটি ছেলে মেয়ে, বউটি আসন্ন-প্রসবা। ওই ছোকরার এই কাণ্ড ! ও যে এমন ভাল বাংলা জানে তাই বা কে জানত !

"মন্মথ কোথায়, ডাকুন তাকে।"

"সে একটা ইনজেকশন্ দিতে গেছে। আসবে একটু পরে। আপনি বাড়ি যান, আমি জিজ্ঞেস করব তাকে। এতে এত বিচলিত হবার কি আছে, চিঠিই তো লিখেছে আর তো কিছুই করে নি—"

"কিছুই করে নি ? এ কথা আপনার মতো বিজ্ঞ লোকের কাছে আশা করিনি। করবার আর বাকী কি রেখেছে ! ভদ্রঘরের নিষ্পাপ কুমারীকে এমনভাবে প্রলুব্ধ করাটা কিছুই নয় না কি আপনার চক্ষে—!"

"না, না তা বলছি না, অন্যায় খুবই করেছে। আরও গড়াতে পারতো তো—"

"আমার বাড়িতে পারতো না। এখনও পারে না ! কিন্তু চিঠি বন্ধ করি কি করে বলুন। বাড়ির সব জানলা কপাট তো চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ করে রাখতে পারি না। আপিস কামাই করে বসেও থাকা যায় না মেয়েকে পাহারা দিয়ে—"

"তা তো বটেই—"

ইচ্ছে হল বলি, কাউকেই কেউ পাহারা দিয়ে সৎপথে রাখতে পারে না, নিজেই নিজেকে পাহারা দিতে হয়। কিন্তু একথা বললে পুরুষোত্তম বোমার মতো ফেটে

পড়বেন। তাই বললাম, "আমি মন্মথকে শাসন করে দেব। আপনি আর এ নিয়ে বেশী হৈচৈ করবেন না। এ ধরনের কথা চাউর হয়ে গেলে বুঝছেন না—"

"চাউর হয়ে গেছে! তাই না আপনার কাছে এসেছি। বাড়ির ঝি চাকর পর্যন্ত জেনেছে। এখন আর চাপা দেওয়া যাবে না, খোলাখুলি তদন্ত করতে হবে—"

"খোলাখুলি তদন্ত করার বিপদও আছে। ধরুন যদি ব্যাপারটা সত্যিই হয়, আপনি কি মন্মথর সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন?"

"বিয়ে দেব? আই শ্যাল শুট হিম—"

"কিন্তু আপনার মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভাবুন। এ রকম একটা খোলাখুলি তদন্ত হওয়ার পর কোনও ভদ্রঘরে কি তার আর বিয়ে দিতে পারবেন—"

"তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেব যদি প্রমাণিত হয় যে সেও চিঠি লিখেছে, আপনার মন্মথকে সেইটেই জিজ্ঞেস করুন। আই ওয়াণ্ট প্রুফ, সলিড প্রুফ—"

পুরুষোত্তম হুংকার দিয়ে টেবিলে ঘুসি মারলেন একটা। দেখলাম তার নাকের ফুটো খুব বড় হয়ে গেছে, ডগাটা কাঁপছে।

"বেশ, আপনি বাড়ী যান এখন। মন্মথ আসুক তাকে জিজ্ঞেস করি। সন্ধ্যের পর আসবেন একবার তখন বিচার করা যাবে—"

হঠাৎ পুরুষোত্তম আমার পা দুটো জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

"আমি গরীব কেরাণী হতে পারি, তা বলে কি আমার মান ইজ্জত কিছুই নেই, কত বড় বংশের ছেলে আমি—"

"উঠুন, উঠুন, বাড়ি যান এখন। সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাবছেন কেন—"

পুরুষোত্তম চলে গেলেন।

॥ দুই ॥

মন্মথ দেখলাম আমাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছে। আমাকেও মাঝে মাঝে 'কলে' বেরুতে হয়েছে। দুপুরে যখন ফিরলাম তখন আড়াইটে বেজে গেছে। মন্মথ তখনও দেখলাম কাজে ব্যস্ত রয়েছে খুব। প্রসঙ্গটা তখন উত্থাপন করা সমীচীন হল না। কি জানি উত্তেজিত হয়ে বা অভিভূত হয়ে যদি প্রেসক্রপশন সার্ভ করতে ভুল করে, মুশকিল হবে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ ডাকলাম তাকে।

"মন্মথ শোন, একটা কথা আছে—"

ডিসপেন্সারীতে আর তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না, সুতরাং সুবিধে হল।

"কি বলছেন।"

"পুরুষোত্তমবাবু আজ সকালে আমাকে এই চিঠিগুলো দিয়ে গেছেন। এগুলো তুমি লিখেছ?"

দেখলাম মন্মথর চোখেমুখে একটা মরীয়া ভাব ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে বললে—

"হ্যাঁ, এগুলো আমারই লেখা।"

এ রকম সাফ জবাব প্রত্যাশা করিনি।

"ভদ্রলোকের মেয়েকে এরকম চিঠি লেখার মানে?"

মন্মথ চুপ করে রইল।

"উত্তর দিচ্ছ না যে—"

"আমি ওকে ভালবাসি, স্যার।"

লক্ষ্য করলাম গলা একটু কেঁপে গেল।

"তুমি উগ্রক্ষত্রিয়, বিবাহিত, ছেলে-পিলে আছে তোমার, তুমি হঠাৎ ব্রাহ্মণের কন্যাকে ভালবাসতে গেলে কেন—"

"মাপ করবেন স্যার। এ 'কেন'র জবাব দিতে বড় বড় কবিরা পারেন নি, আমিও পারব না। কিন্তু বিশ্বাস করুন সত্যিই আমি তাকে ভালবাসি।"

"কিন্তু এরকম ভালবাসার পরিণাম কি জান?"

"জানি—"

"তবে—?"

মন্মথ চুপ করে রইল। জবাব সে আগেই দিয়েছিল। বড় বড় কবিরা যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি, সে প্রশ্নের নিরুত্তরই উত্তর।

"ফনুতুর সঙ্গে তোমার আলাপ হল কি করে।"

"একদিন দেখলাম সে তাদের বাইরের বারান্দায় বসে বসে কাঁদছে। আমি যাচ্ছিলাম সেদিক দিয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম কাঁদছ কেন। সে বললে বড্ড মাথা ব্যথা করছে। জিজ্ঞাসা করলাম—ওষুধ খাওনি কিছু? বললে—বাবা এক ডোজ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়েছেন। বলেছেন সাতদিন পরে আর এক ডোজ দেবেন। আমি ফিরে এসে তাকে অ্যাসপিরিনের গুলি পাঠিয়ে দিলাম একটা। তার পর মাঝে মাঝে লুকিয়ে সে অ্যাসপিরিনের গুলি নিতে আসত। বিলটুকেও পাঠাত মাঝে মাঝে। এই রকম করেই আলাপ শুরু হয়।"

"তারপর—?"

মন্মথ চুপ করে রইল।

"চিঠি লিখতে আরম্ভ করলে কবে থেকে?"

"তার কিছুদিন পর থেকে।"

"চিঠি নিজেই গিয়ে দিয়ে আসতে?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে—?"

"বিলটুর হাতে পাঠাতাম।"

"তোমার চিঠির জবাব পেয়েছ কিছু?"

"অনেক। রোজই পাই—"

"রোজই?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রায় রোজই। ফনুতুও আমাকে সত্যি ভালবাসে স্যার। আপনার যদি বিশ্বাস না হয় দেখাচ্ছি আপনাকে তার চিঠি—"

মন্মথ চলে গেল এবং খানিকক্ষণ পরে সে-ও এক বাণ্ডিল চিঠি নিয়ে এল। চক্ষুস্থির হয়ে গেল আমার। প্রতি চিঠিতেই সম্বোধন—প্রাণেশ্বর! বানানটা অবশ্য

ঠিক করে লিখতে পারে নি, লিখেছে—"প্রাণেরসর"। অতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এই সব চিঠি যদি পুরুষোত্তমবাবু দেখেন তাহলে—!

মন্মথকে বললাম, "আচ্ছা, তুমি যাও, চিঠিগুলো থাক আমার কাছে—"

মন্মথ চিঠিগুলোর দিকে একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে চলে গেল।

ঠিক সন্ধ্যা বেলায় মন্মথ গেল ইনজেকশন দিতে। একটু পরে পুরুষোত্তমবাবু এলেন। আমি ভেবে চিন্তে একটা বুদ্ধি বের করে রেখেছিলাম।

"আপনার মেয়ের হাতের লেখা খানিকটা চাই। মন্মথর কাছ থেকে কোনও চিঠি যদি বেরোয় মিলিয়ে দেখতে হবে। আপনি বাড়ি গিয়ে তাঁকে দিয়ে খানিকটা বাংলা লিখিয়ে আনুন। নিজের সামনে লেখাবেন।"

"নিশ্চয়ই।"

পুরুষোত্তমবাবু চলে গেলেন এবং একটু পরেই ফিরে এসে ফনুতুর হস্তাক্ষর দাখিল করলেন আমার সামনে।

"আপনার সামনে লিখেছে তো—"

"নিশ্চয়ই। আমি 'ভক্তিযোগ' থেকে ডিকটেট করেছি সে লিখেছে—"

লেখা দেখে আশ্বস্ত হলাম। একেবারে আলাদা হস্তাক্ষর। কিন্তু ও চিঠিগুলো কার লেখা তাহলে!

বললাম, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনার মেয়ে মন্মথকে কোনও চিঠি লেখেনি।"

"কি করে জানলেন—"

"মন্মথর কাছে যে চিঠি পেয়েছি তার হস্তাক্ষর একেবারে আলাদা।"

"আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই সেটা—"

দেখালাম একখানা চিঠি।

পুরুষোত্তমবাবুর মুখের মেঘ অনেকটা কেটে গেল। বললাম—"মন্মথকে শাসন করে দেব আমি। আর ও চিঠি লিখবে না। আমি গ্যারাণ্টি রইলাম। ফের যদি চিঠি পান, আমাকে এনে দেখাবেন, আমি দূর করে দেব ওকে—"

সন্তুষ্ট হয়ে পুরুষোত্তমবাবু চলে গেলেন।

আমি কিন্তু কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। ফনুতির নাম দিয়ে ও চিঠিগুলো কে লিখলে!

বিলটুকে ডেকে পাঠালাম।

"আমাকে ডেকেছেন?"

"হ্যাঁ। কেমন আছ তুমি।"

"ভাল আছি। ও বেলা স্টু খুব ভাল লেগেছিল। এ বেলা দুখানা রুটি খাব?"

"আগে একটা কাজ কর দেখি। তোমার পুরোনো বাংলা হাতের লেখার খাতা আছে—"

"এইখানেই তো আছে—"

"নিয়ে এসো।"

"কি করবেন খাতা নিয়ে—"

"দরকার আছে। আন না—"

বিলটু এক ছুটে গিয়ে খাতা নিয়ে এল। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বিলটুই যে চিঠিগুলির লেখক তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। মন্মথ ইনজেকশন দিতে গিয়েছিল, সে-ও এসে ঢুকল।

বললাম—"মন্মথ, তোমার চিঠির একখানাও ফনুতির লেখা নয়—"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বিলটুর মুখও ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল।

"ফনুতুরই লেখা স্যার। বিলটুকে জিজ্ঞাসা করুন।"

একখানা চিঠি বার করে বিলটুকে দেখালাম।

"এসব চিঠি কে লিখেছে—"

বিলটু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল আমার দিকে।

"সত্যি কথা বল—"

"আমি লিখেছি। শৈলদি, আভাদি, পুষ্পদি যা যা বলে দিত আমি লিখে দিতুম। ফনুতিদি একদিনও লেখায় নি—"

"তুমি লিখতে কেন—"

"উত্তর এনে দিলে কম্পাউণ্ডারবাবু আট আনা পয়সা দিতেন যে। সেই পয়সা দিয়ে আমরা সবাই মিলে রসগোল্লা খেতাম।"

মন্মথকে বকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে আর বকতে পারলাম না।

বর্ণে বর্ণে

॥ এক ॥

একটি বাদামি, অপরটি কালো। দুইটিই বেশ হৃষ্টপুষ্ট, সতেজ এবং রুচি। যাঁহারা পছন্দ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা দুইটিকেই দেখিয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর বাদামি বলিল, "আমাকেই পছন্দ করবে দেখিস।"

কালো উত্তর দিল, "কি করে জানলি সেটা?"

"দেখলি না আমার দিকে কেমন করে চাইছিল।"

"আমার দিকেও তো চাইছিল।"

"তোর দিকে যে ভাবে চাইছিল তা আমি দেখেছি। কিন্তু তুই শুধু চাউনিটাই দেখেছিস, ঠোঁটের কোণে যে হাসিটা উঁকি দিচ্ছিল তা দেখিস নি।"

উভয়ে তর্ক করিতে লাগিল।

যাঁহারা পছন্দ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন কাহাকে পছন্দ হইল খবর পাঠাইবেন।

॥ দুই ॥

ঠিক পাশের বাড়িতে আর একটি অনুরূপ ঘটনা ঘটিতেছিল। সে বাড়িতেও একটি বাদামি, আর একটি কালো। যাঁহারা পছন্দ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা